দৈনিক সংবাদ

১৫।

তারিখ 17 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ট্রাক চাপা পড়ে রুমানার মৃত্যুর জের

বিভিন্ন মেডিক্যালে ধর্মঘট ঢাকায় গাড়ি ভাঙচুর

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের মেধাবী ছাত্রী রুমানা পারভীনের ঘাতক ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার দেশের সব মেডিক্যাল কলেজে প্রতীক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। রুমানা পারভীনের অকাল ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য মেডিক্যাল কলেজগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও কর্মচারীরা কালো-ব্যাজ ধারণ করেন।

ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা শতাধিক ট্রাক, ২টি মিনিবাস ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি মাইক্রোবাস ভাঙচুর করেছে। এ সময়ে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত ছাত্র আহত হয়েছে। পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ ও কয়েক দফা লাঠিচার্জ করে। ছাত্ররাও

মেডিক্যাল ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৪

মেডিক্যাল ঃ ধর্মঘট পালন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছে।

শোকসভাশেষে দুপুর ১টার দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও কর্মচারীদের একটি যৌথ মিছিল স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে বের হয়। মিছিলটি কলেজ গেট থেকে বের হওয়ার পরপরই ২/৩টি ট্রাক দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এ সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিরা তাদের শান্ত রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল করে মিটফোর্ড, বাবুবাজার, নয়াবাজার, বংশাল, নর্থ সাউথ রোড, সিদ্দিকবাজার ও গুলিস্তান হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে রাস্তার দু'পাশে শতাধিক ট্রাক, ২টি মিনিবাস ও ১টি মাইক্রোবাস ভাঙচুর করে। এসব জায়গায়ই ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। বিকেল ৪টা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষিপ্তভাবে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলে।

দুপুর ১টা থেকেই ওই রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল ৫টার দিকে ড্রাইভাররা পুরানো ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় এলোপাতাড়িভাবে ট্রাক রেখে দেয়ায় রাত ১০টায় এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত পুরানো ঢাকার বেশিরভাগ রাস্তায় সকল প্রকার যানবাহন বন্ধ ছিল। এতে পুরানো ঢাকাবাসীর চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রুমানার মৃত্যুতে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কলেজের ১নং গ্যালারিতে অধ্যক্ষ ডাঃ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। শোকসভায় ঘাতক ট্রাকের চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবিসহ সাত দফা শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শোকসভায় বক্তব্য রাখেন কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এম, এ মজিদ, ডক্টরস ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ ফজলুল হক, এসোসিয়েশন অব ফিজিশিয়ানের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায়েল আহমদ নাক, কান, গলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুল্লাহ মোঃ হারুন, এনাটমী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, অধ্যাপক আবদুল মোমেন তালুকদার, ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি সি, এস, বি জালাল রোজেন, সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাসান জাফর রিফাত মেডিক্যাল রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ সৈয়দ আল আমিন আরিফ এবং তার সহপাঠিনী তিথি, লিপি, নাহিদ, তৌহিদ, মাহফুজ ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি মোঃ সায়েফ উল্লাহ এবং রুমানার খালু ডাঃ দেলোয়ার হোসেনসহ প্রমুখ। রুমানার ছোট ভাই জিয়াউর রহমান শোকসভায় উপস্থিত ছিল। গতকাল আরও সংগঠন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তীব্র নিন্দা ও গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।